৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খানের ইন্তেকাল

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস খান সোমবার গভীর রাতে শহরের কাউনিয়ার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে. . .রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, এক মেয়ে, ছয় বোন, তিন ভাই, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। তিনি বরিশালের বাকেরগঞ্জ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং কয়েকজন মন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য স্বল্পসময়ের সফরে বরিশাল আসেন। অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস খানকে ইসলামিয়া

(২-এর পৃষ্ঠা দেখুন)

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

কলেজ প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়।

সোমবার রাতে নিজ বাসভবনে এলাকার লোকজনের সাথে কথাবার্তা শেষে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাথে সাথে ডাঃ বরুন বোস নামে স্থানীয় একজন চিকিৎসককে খবর দেয়া হয়। তিনি পরীক্ষা শেষে হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। অধ্যক্ষ ইউনুস খানের বাড়ির টেলিফোন বিকল থাকায় প্রতিবেশীর ফোন থেকে সদর হাসপাতালে ও শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এম্বুলেন্স চেয়ে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ফায়ার সার্ভিসের এম্বুলেন্সে শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে রাত ১২টা ১০ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। শেষ রাতে বিভিন্ন মসজিদের মাইক থেকে অধ্যক্ষ ইউনুস খানের মৃত্যু সংবাদ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ভোর হবার সাথে সাথে দলে দলে মানুষ মরহুমের কাউনিয়ার বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় করে। মঙ্গলবার শহরের কোন স্কুল কলেজে ক্লাস হয়নি। অধিকাংশ দোকানপাট ছিল বন্ধ। শোকার্ত মানুষের ভিড়ে জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়ে।

অধ্যক্ষ মোঃ ইউনুস খানের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বরিশালে আসেন। তিনি সরাসরি মরহুমের বাসভবনে পৌঁছে মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার, ধর্মমন্ত্রী এম কেরামত আলী, সেচ-বন্যা-পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোশারফ হোসেন শাজাহান, রেড ক্রিসেন্ট চেয়ারম্যান শহীদুল হক জামাল এমপি, মজিবর রহমান সরোয়ার এমপি, মোশারফ হোসেন মঞ্জু এমপি, সেলিনা রহমান এমপিও শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রধানমন্ত্রী পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। তিনি মিসেস খানসহ শোকার্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেন এবং তাদের পাশে কিছু সময় কাটান। দুপুর ২টা ২০ মিনিটে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস, স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বরিশালে এসে সরাসরি জেলা স্কুল ময়দানে মরহুমের নামাজে জানাজায় শরিক হন। হাজার হাজার শোকার্ত জনতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তারা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। পরে রাষ্ট্রপতির স্পীকার ও মন্ত্রিবর্গ মরহুমের বাসভবনে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানান। নামাজে জানাজা শেষে মরহুম ইউনুস খানের মরদেহ তাঁর নির্বাচনী এলাকা বাকেরগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। বাকেরগঞ্জ কলেজ মাঠে শত শত মানুষ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সেখানে দ্বিতীয়বার নামাজে জানাজা ও জনগণের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে লাশ বরিশালে জেলা বিএনপি'র কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে পার্টি কর্মীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এখান থেকে তাঁর নিজহাতে গড়া ইসলামিয়া কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত তাঁর লাশ যখন রাজপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল হাজার হাজার মানুষ লাশবাহী শকটের পিছন পিছন হাটছিল। সেখানে শেষবারের মতো তার সহকর্মীরা শ্রদ্ধা জানান এবং আরেকটি জানাজা শেষে দাফন করা হয়। ইউনুস খানের মৃত্যুতে বুধবার বরিশালের অঞ্চলে সকল বেসরকারী স্কুল কলেজের তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বন্ধ রাখা হবে। সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন ও শিক্ষকরা কালো ব্যাজ ধারণ করবেন।